কুষ্টিয়ায় হত্যা মামলায় চারজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

কুষ্টিয়ার মিরপুরে গ্রাম্য দলাদলির কারণে প্রতিপক্ষকে ফাঁসানোর জন্য সাহাবুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তিকে শ্বাসরোধে হত্যা মামলায় চার আসামিকে যাবজ্জীবন কারদণ্ড দিয়েছেন আদালত

সেই সাথে প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরো এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ দেন আদালত।

সোমবার (৩০ মার্চ) দুপুরে কুষ্টিয়ার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক এনায়েত কবির সরকার দণ্ডপ্রাপ্ত তিন আসামির উপস্থিতিতে জনাকীর্ণ আদালতে এ রায় ঘোষণা করেন।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার আমলা ইউনিয়নের মিটন পশ্চিমপাড়ার মহিন প্রামাণিকের ছেলে আসাদুল প্রামাণিক ওরফে কালু (৪৪), একই এলাকার আবুল কাশেমের ছেলে হাবিল হোসেন (৫৫), ওমর আলীর ছেলে মিলন হোসেন (৩৫) এবং মাজিহাট এলাকার মসলেম মোল্লার ছেলে এবং মিটন পশ্চিমপাড়ার জালাল বিশ্বাসের জামাতা আবু তাহের (৪৭)।

রায় প্রদানকালে দণ্ডপ্রাপ্ত আবু তাহের ছাড়া অপর তিনজন আসামি উপস্থিত ছিলেন। আবু তাহের পলাতক রয়েছেন।

আদালত সূত্রে জানা যায়, স্থানীয় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে দ্বন্দ্ব চলে আসছিল। তাদের মধ্যে হামলা, মামলা, মারধর ভাংচুর, লুটপাটের ঘটনা ছিল নিত্যদিনের সঙ্গী।

তারই ধারাবাহিকতায় এই মামলার বাদী সুমী খাতুনের স্বামী কৃষিশ্রমিক সাহাবুল মন্ডল হত্যাকাণ্ড সংঘটিত ।

২০১৯ সালের ২০ অক্টোবর বিকালে মিটন গিয়াসমোড় এলাকায় বাজার করতে যান সাহাবুল ইসলাম এবং তার ছেলে সাব্বির। বাজারের ব্যাগসহ সাব্বিরকে বাড়ি পাঠিয়ে দেন সাহাবুল। তার পর থেকেই তিনি নিখোঁজ ছিলেন।

পরদিন ২১ অক্টোবর বুরাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পিছনের একটি ধৈঞ্চা ক্ষেত থেকে সাহাবুল ইসলামের লাশ উদ্ধার করে মিরপুর থানা পুলিশ।

এ ঘটনায় ওইদিন মিরপুর থানায় অজ্ঞাতনামা আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন সাহাবুল ইসলামের স্ত্রী সুমি খাতুন। যার মামলা নং-২৫।

মামলাটি তদন্ত শেষে মিরপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) এসএম জাবীদ হাসান ২০১৯ সালের ৩১ জানুয়ারি চারজনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

এ মামলায় দীর্ঘ বিচারকার্যে ১৭ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন আদালত।

দর্শনায় ধর্ষণের অপচেষ্টা মামলায় গ্রেফতার ২

দর্শনায় পৃথক ভাবে ধর্ষনের অপচেষ্টার ঘটনা ঘটেছে। এ মামলায় ২ জনকে গ্রেফতার করেছ দর্শনা থানা পুলিশ।

গত মঙ্গলবার দর্শনা থানার বেগমপুর ইউনিয়নের শৈলমারী গ্রামের এক মহিলাকে জোর পৃর্বক ধর্ষনের অপচেষ্টা চালায় একই গ্রামের জলিল মিয়ার ছেলে রোকনুজ্জামান ওরফে রোকন উদ্দিন (৪৪) ও দর্শনার পারকৃস্পুর মদনা ইউনিয়নের মদনা গ্রামে এক বাক প্রতিবন্ধীকে মাঠের মধ্যে ভ্যানচালক আব্দুস সামাদ (৪৫), ধর্ষনের অপচেষ্টা চালায়। এ ঘটনার জেরে বাদি হয়ে দুজন ধর্ষনের অপচেষ্টা মামলা দায়ের করেন।

এ ঘটনায় দর্শনা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে দুজনকে গ্রেফতার করে।গতকালই তাদের দুজনকে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

সৌদি আরবে পাঠানো যুবক ৪ মাস ধরে নিখোঁজ, দালালের বিরুদ্ধে মামলা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হিন্দা গ্রামের বাসিন্দা তানজিলা খাতুনের ছেলে ফিরোজ উদ্দিন প্রায় চার মাস ধরে সৌদি আরবে নিখোঁজ রয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। উন্নত জীবনের আশায় তাকে সৌদি আরবে পাঠিয়েছিলেন তার পরিবার। এ কাজে স্থানীয় মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করেন অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্য ফজলুর রহমান।

তানজিলা খাতুন জানান, তিন মাস অতিবাহিত হলেও ফজলুর রহমান তার ছেলের কোনো কাজের ব্যবস্থা করতে পারেননি। এরই মধ্যে চার মাস ধরে তার ছেলে সৌদি আরবে নিখোঁজ রয়েছে। এ ঘটনায় তানজিলার অভিযোগের প্রেক্ষিতে গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং গাংনী থানার সাব-ইন্সপেক্টর রবিউল ইসলামের হস্তক্ষেপে একটি মীমাংসা হয়।

মীমাংসা অনুযায়ী, দালাল ফজলুর রহমান দুই দিনের মধ্যে ফিরোজ উদ্দিনকে দেখানোর অথবা আকামার পরিবর্তে দুই লাখ টাকা প্রদান করার কথা বলেন। টাকা পরিশোধ না করা পর্যন্ত একটি গরু জামানত হিসেবে তানজিলার বাড়িতে রেখে দেওয়া হয়।

তবে পরে ফজলুর রহমান তানজিলা খাতুন ও তার স্বামী কামাল হোসেনের বিরুদ্ধে আদালতে চুরির মামলা দায়ের করেন। সেই মামলার তদন্তের অংশ হিসেবে গত সোমবার সকালে তদন্ত কর্মকর্তা সাব-ইন্সপেক্টর শিমুল তানজিলার বাড়িতে যান। এ বিষয়ে তিনি বলেন, মামলার তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে তার বাড়িতে যাওয়া স্বাভাবিক।

এদিকে তানজিলা খাতুনের দাবি, তার ছেলেকে জীবিত অথবা মৃত যেভাবেই হোক দ্রুত ফিরিয়ে দেওয়া হোক। ছেলেকে ফিরে পাওয়ার আশায় তানজিলার স্বামী কামাল হোসেন বাদী হয়ে ফজলুর রহমান ও তার ছেলে শিহাবের বিরুদ্ধে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩ অনুযায়ী আদালতে একটি মামলা দায়ের করেছেন।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের পৃথক অভিযানে বিভিন্ন মামলার ১৪ জন আসামি গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের অভিযানে চুরি, মাদকসহ বিভিন্ন মামলার ১৪ জন আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

শুক্রবার আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে মাদক চুরির মামলাসহ ১৪ জন আসামি গ্রেফতার হয়েছে। এই অভিযানে ২ জন মাদক মামলার, ২ জন চুরি মামলার এবং পরোয়ানা ভুক্ত ১০জনসহ সর্বমোট ১৪ জন আসামীদের গ্রেফতার করে তাদের পূর্বক বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত আসামিরা হলেন, সিআর মামলার আসামি আলমডাঙ্গা পৌর সভার মিয়া পাড়ার রাহেন আলির ছেলে রনি ইসলাম (২৮), জিআর মামলার আসামি আলমডাঙ্গা গোবিন্দপুর এক্সচেঞ্জ পাড়ার আজিবার রহমানের ছেলে মোঃ রেজাউল হক(৪৯), জিআর মামলার আসামি কালিদাসপুর গ্রামের সাদেক মালিকের ছেলে সাইফুল ইসলাম, স্টেশন পাড়ার মাহাবুর রহমানের ছেলে মিজানুর রহমান মিজান, জিআর মামলার আসামি গোবিন্দপুর গ্রামের মৃত সানোয়ার হোসেনের ছেলে জামিরুল ইসলাম, সিআর মামলার আসামি নতিডাঙ্গা আবাসন এলাকার আহাদ আলির ছেলে বিপুল হোসেন (২৭), এসসি মামলার আসামি গোবিন্দপুর গ্রামের নতুন বাসস্ট্যান্ড এলাকার উমবাদ আলির ছেলে খাইরুল ইসলাম, সিআর মামলার আসামি নতিডাঙ্গা আবাসন এলাকার শরিফুল ইসলামের মেয়ে মোছাঃ বিথী খাতুন(২১), সিআর মামলার আসামি আহাদ আলির স্ত্রী মোছাঃ বলিকচি (৪৫), সিআর মামলার আসামি বিপুল হোসেনের স্ত্রী মোছাঃ স্মৃতি খাতুন, জিআর মামলার আসামী কুষ্টিয়া মিরপুর স্বরূপকাঠির আব্দুর রশিদের ছেলে মোঃ আলাউদ্দিন আলাল(৫৩) এবং তার ছেলে মোঃ শাকিব(২৩) জিআর মামলার আসামী বাবু পড়ার মৃত মধু সরদারের ছেলে মোঃ তারেক সরদার(৩৬), জিআর মামলার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইন ৩৬(১) সারণীর ২৯(ক) এর এজাহারনামীয় আসামী কান্তপুর গ্রামের রাতুল হাসান সোহাগ(২২)।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ গতকাল রাত ১০ টার সময় আলমডাঙ্গা কিছুক্ষণ ক্যাফের সামনে সড়কের পাশ থেকে বাবু পড়ার মৃত মধু সরদারের ছেলে তারেক সরদার’কে ২০ পিস ট্যাপেন্ডাডল ট্যাবলেট সহ গ্রেফতার করা হয়।

এছাড়াও আলমডাঙ্গা কান্তপুর গ্রামের সেলিম রেজার ছেলে সজীব আহমেদ’কে গতকাল রাত ২টার সময় ১০০ পিস ট্যাপেন্ডাডল ট্যাবলেট সহ গ্রেফতার করা হয়।

আলমডাঙ্গায় ডাকাতি প্রস্তুতি মামলার দুই আসামি গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে ডাকাতি প্রস্তুতি মামলার সঙ্গে জড়িত দুই আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নিঃ) শীতর বিশ্বাস সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ থানার বিভিন্ন এলাকায় গ্রেফতারি পরোয়ানা তামিল ও মাদকদ্রব্য উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় আলমডাঙ্গা থানাধীন রুয়াকুলি গ্রামের বদরগঞ্জ মাঠে মো. লোকমানের কাঁঠাল বাগানের সামনে চুয়াডাঙ্গা-আলমডাঙ্গা সড়কের ওপর সমবেত হয়ে ডাকাতি প্রস্তুতির ঘটনার সঙ্গে জড়িত মামলার দুই আসামিকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন আসাননগর গ্রামের আকমল হোসেনের ছেলে মো. খোরশেদ (৩০) এবং আলমডাঙ্গা পৌরসভার কোর্টপাড়া এলাকার আব্দুস সালামের ছেলে শরিফুল ইসলাম (২৬)।

বুধবার (১১ মার্চ) ভোর ৪টার দিকে আলমডাঙ্গা থানাধীন সাদাব্রীজ মোড় এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। পরে আলমডাঙ্গা থানার মামলা নং-৩৪, তারিখ ২৮/০৮/২০২৫ খ্রি., ধারা ৩৯৯/৪০২ পেনাল কোডে তাদের বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

দর্শনায় কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা মামলার প্রধান আসামীসহ গ্রেফতার ৪

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানাধীন দর্শনা পৌরসভা এলাকার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের রিপন (৪৫) নামে একজনকে কুপিয়ে গুরুতর জখম মামলায় নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসী খাইরুল(৩৫), হাশেম আলী(৫৬), আব্দুল কুদ্দুস (৩০) ও শরিফুল ইসলাম (২৮) কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) ভোরে ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার পুড়া পাড়া গ্রামে থেকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃতরা দর্শনা থানাধীন দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের বাসিন্দা।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আজ বুধবার ভোরে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার মনিরুল ইসলামের নির্দেশে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগশন-এর সহযোগিতায় পুলিশের একটি বিশেষ টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মহেশপুর থানা পুলিশের সহযোগিতায় ঝিনাইদাহ জেলার মহেশপুর উপজেলার পুড়াপাড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে বিএনপি কর্মী রিপনকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করা মামলার আসামি নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী খায়রুল ইসলাম, হাসেম আলী, আব্দুল কুদ্দুস ও শফিকুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে। এরপর তাদেরকে দর্শনা থানায় হস্তান্তর করা হয়।

উল্লেখ্য, গত রবিবার সন্ধ্যায় দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের মৃত্য মান্নানের ছেলে রিপন নিজ বাড়ি থেকে ইফতার শেষ করে ঈশ্বরচন্দ্রপুর বড় জামে মসজিদে নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে প্রধান ফটক দিয়ে প্রবেশ করার সময় আগে থেকে ওত পেতে থাকা আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী খায়রুল ও হাশেম সহ ৪/৫ জন তার উপরে হামলা করে। এরপর তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলো পাতাড়ী কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। হামলার পর সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।তার অবস্থা অবনতি হলে ওই রাতেই তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা বিরাজ করছিল। অভিযোগ রয়েছে, আওয়ামী লীগ সমর্থিত হাসেম ও খায়রুল কামড়ি গং রিপনের মধ্যে পূর্বে বাগবিতণ্ডা হয়। এ বিরোধের জের ধরেই পরিকল্পিতভাবে হামলা চালানো হয়েছে বলে দাবি পরিবারের।

এ ঘটনার প্রতিবাদে রাত ৯টার দিকে দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক নাহারুল ইসলাম মাস্টারের নেতৃত্বে শহরে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলে বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা অংশ নেন। পরে তারা দর্শনা থানা ঘেরাও করে দ্রুত আসামিদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

দর্শনা পৌর বিএনপির প্রধান সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট বলেন, রিপনের ওপর হামলা পরিকল্পিত। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণেই ইফতার শেষে মসজিদে যাওয়ার পথে তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে কুপিয়ে জখম করা হয়েছে। আমরা এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায় এবং অবিলম্বে জড়িতদের গ্রেফতারের দাবি করছি।

ওই রাতেই আহত রিপনের ভাই রুবেল বাদী হয়ে খাইরুল, হাশেম, কুদ্দুস ও শফিকুল সহ ১৩ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত ২০-২৫ জনের নামে দর্শনা থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। এরপর জেলা পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট আসামিদের ধরতে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান পরিচালনা করেন। অবশেষে ৩ দিন পর আজ বুধবার ভোরে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সহযোগিতায় পুলিশের একটি টিম ৪ জনকে গ্রেফতার করে।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মেহেদী হাসান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, অন্য আসামিদের ধরতে পুলিশের একাধিক টিম তৎপর রয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে বলেও তিনি জানান।

আলমডাঙ্গায় ডাকাতি প্রস্তুতি মামলার আসামি গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে ডাকাতি প্রস্তুতি মামলার এক আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃত আসামি মো. মাসুদ রানা (২৫)।

গত সোমবার রাত ৮টার দিকে আলমডাঙ্গা পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি আলমডাঙ্গা উপজেলার কুমারী ইউনিয়নের দুর্লভপুর গ্রামের বিল্লাল হোসেনের ছেলে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নিঃ) শীতল বিশ্বাসের নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্সসহ বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি আলমডাঙ্গা থানার মামলা নং-৩৪, তারিখ ২৮ আগস্ট ২০২৫, জিআর নং-২১৭, তারিখ ২৮ আগস্ট ২০২৫, ধারা ৩৯৯/৪০২ পেনাল কোড-এর মামলার আসামি।

গ্রেপ্তারের পর তাকে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দর্শনায় ৯ মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত পলাতক আসামি গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ৯টি মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত এক পলাতক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

মঙ্গলবার সকাল ৮টার দিকে দর্শনা বাজার এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃত মারুফ খান ওরফে অন্তর (২৮)। তিনি দর্শনা পৌরসভার আজিমপুর গ্রামের হারুন অর রশিদের ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসানের নেতৃত্বে একটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা রেলবাজার এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় নয়টি মামলার গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত আসামি মারুফ খান ওরফে অন্তরকে গ্রেপ্তার করা হয়।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মেহেদী হাসান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, গ্রেপ্তারকৃত আসামির বিরুদ্ধে একাধিক চুরির মামলা রয়েছে। তাকে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দর্শনায় পূর্ব শত্রুতার জেরে কুপিয়ে জখম: ৮ জনের নামে মামলা

দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে পূর্ব বিরোধের জেরে রিপন
(৪০) নামের এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখমের ঘটনায় ৮ জনের নাম উল্লেখ করে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গত রোববার মাগরিবের পর মোটরসাইকেলযোগে নামাজ পড়তে যাওয়ার পথে ঈশ্বরচন্দ্রপুর বড় মসজিদের সামনে তাকে এলোপাথাড়িভাবে কুপিয়ে জখম করা হয়। স্থানীয়রা তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন। এ ঘটনায় এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, প্রায় ৩/৪ মাস আগে একই গ্রামের মৃত আব্দুল মান্নানের ছেলে রিপনের সঙ্গে হাসেমের ছেলে খাইরুল ও সানিরুলের ছেলে রাশেদের মাদকসংক্রান্ত বিষয়ে মারামারির ঘটনা ঘটে। এরই জেরে এ হামলার ঘটনা ঘটে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

মামলার বাদী রিপনের ছোট ভাই রুবেল হোসেন। তিনি হাসেম, খাইরুল, শোভন, কুদ্দুস, খোকনসহ ৮ জনের নাম উল্লেখ এবং অজ্ঞাত আরও ১২ জনকে আসামি করে মামলা নং-১৩ দায়ের করেছেন।

পুলিশ জানায়, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাসেমের স্ত্রী ও মেয়েকে আটক করা হয়েছে।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসান জানান, আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

দর্শনায় বিভিন্ন মামলার ৬ ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানা পুলিশ বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে এক নারীসহ ৬ জন ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে।

রবিবার ভোর রাতে থানার বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। একই দিন দুপুরে গ্রেপ্তারদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন সুজায়েতপুর পূর্বপাড়ার মৃত রইচ উদ্দীনের ছেলে আবুজার মোল্লা (৫৭), কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের ঠাকুরপুর বাজারপাড়ার মফিজুল ইসলামের ছেলে মো. রাসেল (২০), ঠাকুরপুর বাজারপাড়ার মৃত আব্দুস সাত্তারের ছেলে মো. আব্দুল্লাহ (২৫), ঠাকুরপুর বাজারপাড়ার লস্কর আলীর ছেলে মো. শাহীন (২৩), সুজায়েতপুর পূর্বপাড়ার আবুজার মোল্লার স্ত্রী মোছা. আকলিমা খাতুন (৪৮) এবং মদনা স্কুলপাড়ার মুনছুর আলীর ছেলে মো. মিলন মিয়া (২৪)।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, গ্রেপ্তারকৃত আসামিরা বিভিন্ন মামলায় ওয়ারেন্টভুক্ত পলাতক ছিলেন। দর্শনা থানাধীন পৃথক স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।